দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের বিশেষ সুপারিশ

নদীর অবৈধ দখল চিহ্নিতকরণ ও উচ্ছেদ এবং প্রতিরোধ

১। (ক) দেশের সকল নদ-নদীর অবৈধ দখলদার তালিকা হাইকোর্টের রিট মামলা নং ৩৫০৩/২০০৯ এর আলোকে সিএস রেকর্ডকে প্রাধান্য দিয়ে যথোপযুক্ত ও সঠিকভাবে প্রস্তুত করে চূড়ান্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(খ) স্ব-স্ব জেলার প্রস্তুতকৃত অবৈধ দখলদারদের তালিকা অনুসারে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করে কমিশনে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসক (সকল)

(গ) স্ব-স্ব জেলার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রমের অর্থ নদ-নদীর অবৈধ দখলদারের নিকট হতে আদায় অথবা তাদের নিকট হতে জব্দকৃত মালামাল নিলামে বিক্রয় করে উচ্ছেদ কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য সুপারিশ করা হলো।

বাস্তবায়নে: (ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

(খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) জেলা প্রশাসক (সকল)

সময়কাল: ৩ (তিন) মাস।

২। দেশের নদ-নদী, খাল-বিলের জমি অবৈধ দখলের পূর্বেই দেশের নদ-নদী, খাল, বিলের কাছে অথবা ফোরশোরে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কোম্পানী যেন তার প্রতিষ্ঠান/বাড়ী/কারখানা স্থাপন বা নির্মাণ কাজ করতে না পারে, সে ব্যাপারে সজাগ/সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে: (ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

(খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) জেলা প্রশাসক (সকল)

৩। দেশের সকল নদ-নদীর সংশ্লিষ্ট সিএস মৌজা ম্যাপসমূহ জিও-রেফারেন্সিং করতে হবে। জিও-রেফারেন্সিংকৃত সিএস ম্যাপের সাথে আরএস/বিএস মৌজা ম্যাপের তুলনামূলক যাচাই-বাছাই করে আরএস এর পূর্বে নদী কোথায় ছিল এবং নদী কতটা জমি হারিয়েছে তা বের করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান

৪। দেশের সকল নদ-নদীর আলাদা আলাদা উৎসমুখ ও পতিতমুখ চিহ্নিতপূর্বক ম্যাপ প্রস্তুত করে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খ) মহাপরিচালক, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

গ) নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

৫। সিএস ম্যাপ ও খতিয়ান অনুযায়ী নদ-নদীর সাথে তার সকল শাখা-উপশাখা, খাল বিল জলাশয় ও প্লাবনভূমি প্রভৃতির সংযোগ দেখিয়ে ক্যাচমেন্ট ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খ) নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

৬। দেশের সকল নদ-নদীর ফোরশোর ও প্লাবনভূমির সীমানা চিহ্নিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

৭। দেশের নদ-নদী খাল বিল সংশ্লিষ্ট মৌজার ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে (সিএস) ম্যাপসমূহ জেলা রেকর্ড রুমে পর্যাপ্ত সরবরাহ নাই এবং দীর্ঘদিন ধরে সরবরাহ করাও হয় না। নদ-নদী, খাল বিলের জমি বেহাত হয়ে যাচ্ছে, অসাধু দখলদারগণ এর সুবিধা নিয়ে নদীর জমি অবৈধভাবে দখল করেছে। দেশের সকল নদ-নদীর সিএস ম্যাপ সকল জেলা প্রশাসনের নিকট সরবরাহের জন্য সুপারিশ করা হলো।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

৮। বিভিন্ন জেলা প্রশাসন কর্তৃক নদীর জমি এবং ফোরশোর ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিপি নং ৩০৩৯/২০১৯ এর রায়ের আদেশ অনুযায়ী নদীর জমি ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসক (সকল)

৯। ক) মহামান্য আপিল বিভাগের সিপি নং ৩০৩৯/২০১৯ এর রায়ের আদেশ ও নির্দেশনা মোতাবেক, নদীকে লীজ বা সাবলীজ প্রদান করা যাবে না। নদীকে জলমহাল তালিকা থেকে বাদ দিয়ে নদীকে সচল রাখার জন্য জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যথাযথ প্রক্রিয়ায় নদীর জলমহাল ইজারা বাতিল করতে হবে। জেলা প্রশাসক উক্ত বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসক (সকল)

খ) খাল-বিল ও জলাশয়ে ইজারাকৃত যে সকল জলমহালে পুকুর তৈরী করে ও বাঁধ দিয়ে পানির প্রাকৃতিক প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি করছে, সরকারী জলমহাল নীতি ২০০৯ এর ২১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সেসকল বাঁধ ও পুকুর অপসারণ করে পানির প্রাকৃতিক প্রবাহ সচল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসক (সকল)

সময়কাল: ৩ (তিন) মাস।

নদ-নদীর দূষণ রোধ

১। (ক) সকল শিল্প কারখানা তাদের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা 3R (Reduce, Reuse, Recycle) পদ্ধতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে কঠিন বর্জ্য চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবে। কোন কঠিন বর্জ্য কোনভাবে নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধারে ফেলা যাবে না।

(খ) শিল্প কারখানাসমূহ তাদের তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যতিরেকে নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ে ফেলতে পারবে না। শিল্প কারখানাগুলোকে আগামী ৬ মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য CETP/ETP/STP স্থাপন ও কার্যকর করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(গ) সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, হাটবাজার কর্তৃপক্ষ আগামী ৬ মাসের মধ্যে তাদের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R (Reduce, Reuse, Recycle) পদ্ধতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(ঘ) ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহের সুয়ারেজ ও ড্রেইনেজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, পৌরসভা ও বাজার কর্তৃপক্ষ সুয়ারেজ ও ড্রেইনেজের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য আগামী ৬ মাসের মধ্যে CETP/ETP/STP স্থাপন ও সার্বক্ষণিকভাবে কার্যকর করতে হবে।

(ঙ) শিল্প কারখানা, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশনের সুয়ারেজ ও ড্রেইনেজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা, পৌরসভা ও হাটবাজার কর্তৃক CETP/ETP/STP ২৪ ঘন্টা কার্যকর রাখা নিশ্চিত করতে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অনলাইন মনিটরিং চালু করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

খ) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

গ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

ঘ) মহাপরিদর্শক, কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

২। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলার নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়ের দূষণ রোধে কারখানার CETP/ETP পরিবেশবান্ধব ডিজাইন অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে কমিশনকে জানানোর নির্দেশ প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে: সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

৩। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর শিল্প কারখানাসহ অধিক জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চলগুলোতে উৎপাদিত বর্জ্য পরিশোধনের সক্ষমতা সঠিকভাবে নিরূপণ করে Central Effluent Treatment Plan (CETP) সার্বক্ষণিক কার্যকর রাখার আধুনিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে সুপারিশ করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

খ) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

গ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

ঘ) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ঙ) বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

চ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

৪। বর্জ্যের ধরন (চামড়া/ডাইং/টেক্সটাইল/ইলেক্ট্রোপ্লেটিং/গ্যালভানাইজিং/ এসিড ট্রিটমেন্ট/রেডিমিক্স/মেটাল প্রভৃতি) অনুযায়ী ইটিপি নির্ধারণ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

খ) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫। প্রত্যেক জেলায় জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি নদী এবং নদীর সাথে যুক্ত জলাধারে দূষণের প্রকৃতি, উৎস চিহ্নিত করে নির্ধারিত ফরম্যাটে ডাটাবেজ তৈরি করবে। নদী দূষণের উৎস, দূষণকারী চিহ্নিত করার পর দূষণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খ) জেলা প্রশাসক (সকল)

৬। শিল্পঘন অঞ্চলে নদী দূষণ রোধকল্পে ইন্ডাস্ট্রি ক্লাসটার তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৩-এর আওতায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

খ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

৭। নদী দূষণ রোধকল্পে কেবলমাত্র জরিমানা নয় বরং কারাদন্ড এবং দূষণকারী স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

খ) জেলা প্রশাসক (সকল)

৮। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং মানব ক্রিয়াকলাপের কারণে নদ-নদীর পরিবেশগত ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করা হলো।

বাস্তবায়নে: (ক) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

(খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

৯। অভ্যন্তরীণ নৌ সীমানায় কোনো নৌযান থেকে বা তীরসংলগ্ন কোনো স্থাপনা বা ভাসমান স্থাপনা থেকে তেল অথবা তৈলাক্ত পদার্থ, অপরিশোধিত পয়ঃমল, দুর্গন্ধযুক্ত পানি ও কিচেন গার্বেজ, সকল ধরণের প্লাস্টিক ব্যাগ বা বস্তু, যে কোনো ধরনের টক্সিক পদার্থ, জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর যে কোনো বস্তু, পানির স্বাভাবিক গুণাগুণ ও রং নষ্টকারী কোনো পদার্থ নদীতে নির্গত বা নিক্ষেপ করা যাবে না। যে সকল নৌযান এ অপরাধ সংগঠিত করবে তার মালিক এবং নৌযান চালককে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাজা প্রদানের সুপারিশ করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

গ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন

ঘ) অতিরিক্ত আইজি, নৌপুলিশ

১০। প্রতিটি অনুমোদিত বন্দর এবং ভাসমান স্থাপনাগুলোতে দূষণ প্রতিরোধে নির্ধারিত বর্জ্য গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা (Waste Management Facilities) ও দূষণ মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকতে হবে। পাশাপাশি নৌযানের বর্জ্য নির্ধারিত স্থান থেকে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নৌযানের বর্জ্য নিয়মিত সংগ্রহ করে তা ডিসপোজ করারও ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

খ) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ/মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ/পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

গ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

১১। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) বিশেষ করে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পশুর, শিবসা, হাড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল, বলেশ্বর নদী এবং জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এবং জলজপ্রাণীর অভয়ারণ্য বিশেষ করে ইলিশ মাছের জন্য প্রজনন ও চারণক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত আন্ধারমানিক নদী, তেতুলিয়া নদী, ভোলার নিকটবর্তী মেঘনা নদীর সংরক্ষিত এলাকা এবং এশিয়ার একমাত্র কার্প মাছের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত হালদা নদীর অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী কোন এইচএফও বা ফার্নেস অয়েল বা ভারী তেল বহনকারী পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার কোন প্রকার রিফাইন্ড প্রডাক্ট যাতে পরিবহন করতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ/সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ

খ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

গ) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

গ) চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

ঘ) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি

ঙ) জেলা প্রশাসন, সাতক্ষীরা/ খুলনা/ বাগেরহাট/ পিরোজপুর/ বরগুনা/ ঝালকাঠি/ ভোলা/ বরিশাল/ শরিয়তপুর/ মাদারীপুর/ ফরিদপুর/ চাঁদপুর/ ফেনী/ নোয়াখালী/ চট্টগ্রাম/ কক্সবাজার

১২। নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়-জলাধার এর পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ অনুসারে সরকারের পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রভাব নিরুপণ সমীক্ষা (Environmental Impact Assessment-EIA) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বালুমহাল ঘোষণার ব্যবস্থা নিতে হবে। নদী, খাল, বিল ও জলাধারের পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্টকারী অনুমতি বাতিল করে অবিলম্বে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) জেলা প্রশাসন (সকল)

খ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

গ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৩। দূষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধারে নিঃসৃত বর্জ্যের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ (Damage Assessment) করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দূষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দন্ড এবং জরিমানা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) জেলা প্রশাসন (সকল)

খ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি:

১। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধারের উপর যে সকল ছোট ছোট ব্রিজ /কালভার্ট নির্মাণ করে খাল-বিলের পানি প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে বা জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

২। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে প্রস্থের তুলনায় ছোট ব্রিজ পরিবর্তন করে নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়-জলাধারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নৌযান চলাচলের জন্য আইন, বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় আড়াআড়ি (Horizontal) ও উল্লম্ব (Vertical) দ্বার রেখে (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা অনুযায়ী) সঠিক ডিজাইনের ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের সুপারিশ করা হলো। সকল ব্রিজ নির্মাণের পূর্বেই ফিজিবিলিটি স্টাডিতে Environmental Impact Assessment (**EIA**) ও হাইড্রোমরফোলজিক্যাল স্টাডি সম্পাদন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিআইডব্লিউটিএ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

খ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৩। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নদী ও খাল খননের পূর্বেই খননকৃত মাটি/বালু কোথায় ফেলা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। কোনক্রমেই খননকৃত মাটি নদী ও নদীর ফোরশোরে না ফেলার জন্য সুপারিশ করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

গ) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঘ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

ঙ) চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৪। দেশের নদ-নদী ও খাল খননের পূর্বেই খননকৃত মাটি কোথায় ফেলা হবে তা নির্ধারণ অথবা তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি করতে হবে, এক্ষেত্রে নদ-নদী ও খাল-বিলের খননকৃত মাটি নদীর পাড়ে রাখা যাবে না। এতে নদ-নদী খননের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে এবং সরকারের ব্যাপক অর্থের অপচয় হচ্ছে/হবে। সকলকে এ ব্যাপারে সতর্ক থেকে নদী খনন প্রকল্পসমূহ প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

গ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

ঘ) চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৫। কমিশন কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন, পত্র পত্রিকা/সংস্থা/ব্যক্তি হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্থানে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নদ-নদী ও খালের সিএস ম্যাপের প্রস্থ অনুযায়ী খনন না করে স্বল্প প্রস্থে খনন করা হচ্ছে। কোন অবস্থাতেই সিএস ম্যাপের তুলনায় স্বল্প প্রস্থে নদ-নদী ও খাল খনন করা যাবে না। ইতোমধ্যেই যে সকল নদ-নদী ও খাল স্বল্প প্রস্থে খনন করা হয়েছ তা পুনরায় পূর্ণ প্রস্থে খনন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খ) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর

গ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৬। সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলোর আওতাধীন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে পৌরশহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান নদী ও খালের অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং নদী, খাল খনন করে পানি প্রবাহ সৃষ্টি করার সুপারিশ করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)

খ) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

গ) মেয়র, পৌরসভা (সকল)

৭। হাওর অঞ্চলে হাওরের বিল শ্রেণির যে সকল ভূমি পতিত শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে, হাওরের প্রাকৃতিক প্রবাহ সচল করা এবং হাওরের জীববৈচিত্র রক্ষার স্বার্থে সে সকল ভরাট হয়ে যাওয়া বিল পানি উন্নয়ন বোর্ডকে খনন করতে হবে। এছাড়াও এ সকল বিল শ্রেণীর জমি যাতে পতিত শ্রেণি হিসাবে রেকর্ডভুক্ত না হয় সে বিষয়ে জেলা প্রশাসককে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

খ) জেলা প্রশাসক (সকল)

৮। হাওর অঞ্চলে হাওরের পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন বাঁধ ও খন্ড খন্ড পুকুর অপসারণ করে হাওরের পানি প্রবাহ সচল করতে হবে। সরকারী জলমহালের পাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি থাকায় যে সকল ব্যক্তি তাদের মালিকানাধীন ভূমির সাথে সরকারী জলমহালের ভূমি একত্রিত করে চাষ করছেন তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসক (সকল)

অন্যান্য:

১। অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধ করা গেলে দেশের নদ-নদীর গতিপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং নদীর পাড় ভাঙন হতে রক্ষা পাবে। এতে নদীর পাড়ের জনগণের দুরাবস্থা লাঘব হবে। দেশের নদ-নদীর ইজারাকৃত বালু ও পাথর মহাল হতে অপরিকল্পিতভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। জেলা প্রশাসন কর্তৃক সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসক (সকল)

২। মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ১৩৯৮৯/২০১৬ ও আপিল বিভাগের সিপি নং ৩০৩৯/২০১৯ এর ৫নং আদেশ 'তুরাগ নদী সহ দেশের সকল নদ নদী খাল বিল জলাশয়ের ক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন, এলজিইডি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, বিএডিসি সহ সকল সংস্থা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করবেন'। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নে: ক) চেয়ারম্যান, পরিকল্পনা কমিশন

খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

গ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ/ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

ঘ) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ঙ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)

চ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা ওয়াসা

ছ) জেলা প্রশাসক (সকল)

৩। জনসচেতনা তৈরি:

নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়ের অবৈধ দখল ও দূষণমুক্ত করা এবং নাব্যতা বৃদ্ধির বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির জন্য সভা, সেমিনার আয়োজন, সংশ্লিষ্ট দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় সকল স্তরে উদযাপন, মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচেতন করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।

বাস্তবায়নে: ক) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ

খ) জেলা প্রশাসক (সকল)

গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি (সকল)

ঘ) জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)

ঙ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)